আকীদা বিষয়ক একশ হাদীস

বই	**আকীদা বিষয়ক একশ হাদীস**
মূল	শাইখ সালেহ ইবন আবদুল্লাহ আল-‘আসসাফ
অনুবাদ	এ কিউ এম মাসুম মজুমদার
সম্পাদনা ও পূনর্বিন্যাস	ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
প্রকাশনায়	আলোকিত প্রকাশনী ও কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ

আকীদা বিষয়ক একশ হাদীস

শাইখ সালেহ ইবন আবদুল্লাহ আল-'আসসাফ

অনুবাদ

এ কিউ এম মাসুম মজুমদার

পিএইচডি গবেষক, শরীয়াহ বিভাগ, উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি, মাক্কাতুল মুকাররামাহ, সাউদী আরব।

সম্পাদনা ও পূনর্বিন্যাস

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পি.এইচ.ডি. (আকীদা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রফেসর, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আকীদা বিষয়ক একশ হাদীস

প্রকাশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, ২য় তলা, বাংলাবাজার,
ঢাকা- ১১০০। মোবাইল: ০১৭৪৭৩৭০৭২৭

কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ

৩৯/১, মাদানী গার্ডেন (মাদরাসা রোড) উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর। মোবাইল: ০১৫৭৫ ৫৪৭৯৯৯

ISBN : 978-984-96117-3-8

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০২৪
অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া),
TazeemShop.com, UmmahBD.com,
Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ: নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ

মুদ্রিত মূল্য: ১১৮ (একশত আঠারো) টাকা মাত্র।

Aqidah Bishoyok 100 Hadith, Written by Shaykh Saleh Ibn Abdullah Al Assaf, Translated into Bengali by A Q M Masum Majumder, Edited by Professor Dr. Abu Bakar Md. Zakaria, Published by Community Welfare Initiative (CWI), Gazipur, Dhaka, Bangladesh & Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. Price BDT: 118, USD: $ 4 .

সূচীপত্র

❍ ভূমিকা ৭

প্রথম পর্ব - আকীদা

❍ ঈমান..... ১০

❍ ঈমানের শাখা-প্রশাখা ১৩

❍ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ২০

❍ ঈমানের রুকন ২৩

❍ আল্লাহর ওপর ঈমান ২৩

❍ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান..... ৩৫

❍ আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান ৩৭

❍ রাসূলগণের প্রতি ঈমান ৩৭

❍ কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান..... ৪১

❍ তাকদীরের ওপর ঈমান ৬১

❍ ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় ৬২

❍ শির্ক..... ৬৩

❍ কুফর..... ৬৭

❍ নিফাক ৬৮
❍ ঈমানে ক্রটিকারী বিষয়সমূহ.....৬৮
❍ শির্ক আসগার ৬৮
❍ গুনাহ্ ও অপরাধ ৭০

দ্বিতীয় পর্ব - মানহাজ

❍ সাহাবায়ে কিরাম ৭২
❍ ফির্কাবন্দী ৭২
❍ তাকফীর ৭৫
❍ শাসক ও বিদ্রোহ ৭৬
❍ পরিশিষ্ট.....৭৮

ভূমিকা

অগণিত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যেভাবে তিনি তাঁর প্রশংসা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মহা পবিত্র রব শোকর গুজারকারী বান্দাদেরকে নিয়ামত বাড়িয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি আল্লাহর অসীম ও অগণিত হামদ জ্ঞাপন করছি, যিনি এক ও অমুখাপেক্ষী, প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। আর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করছি।

অতঃপর..

এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, যিনি আপনার নবী। তাঁর কথা আপনার জন্য দীন। ‘আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না, তিনি যা বলেন তা তো কেবল ওহী, যা তাঁর প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়।’ কেন আমরা এ মর্যাদাময় সুন্নাতকে উপলব্দি করি না, যা আমাদের জন্য হিদায়াত ও নাজাত? সকল হাদীস-ই ইবাদত। হাদীসের ওপর আমলকারী অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবে, তার মর্যাদা বুলন্দ হবে এবং অন্যদের ওপর সে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী আল্লাহ তা‘আলার বাণীর পর সর্বোত্তম বাণী। মহা বিপদসমূহের মধ্যে একটি বিরাট বিপদ হলো সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়া।

অতএব, হে প্রিয় ভাই! এ ছোট কিতাবে উল্লেখিত প্রিয় নবীর সুন্নাতকে আপনি গ্রহণ করুন, যেগুলোর বেশির ভাগই আকীদা

প্রথম পর্ব
আকীদা

ঈমান

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

১. ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যাবতীয় কাজ নিয়্যাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি মানুষ তাদের নিয়্যাত অনুযায়ীই (কাজের) প্রতিফল পাবে। অতএব, যার হিজরত বা দেশত্যাগ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টির নিয়্যাতে হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জন কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে নিয়্যাতে সে হিজরত করেছে।” [বুখারী: ০১, আবু দাউদ: ২২০১]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَكَ - قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، فَاسْتَقِمْ»

২. সুফইয়ান ইবন আবদুল্লাহ আস-সাকাফী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলে

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً -وَفِي رِوَايَةٍ: بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً- فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

৬. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ঈমানের ষাটের বেশি শাখা রয়েছে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ঈমানের ৭০টির অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ (শাখা) হলো: ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হলো: রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (ইটা, কাঁটা, কাঁচ, কলার চামড়া ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর ‘লজ্জা’ ঈমানের একটি শাখা।” [বুখারী: ৯, মুসলিম: ৩৫]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

৭. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সকল মানুষের চাইতে অধিক প্রিয়পাত্র হবো।” [মুসলিম: ৪৪]

ঈমানের রুকন

আল্লাহর ওপর ঈমান

ক. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»

২০. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রতিটি নবজাতক শিশু ইসলামের স্বভাবের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহূদী বানিয়ে দেয়, খ্রিষ্টান বানিয়ে দেয় এবং অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়।” অতঃপর এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এ নবজাতক যদি এর আগে মারা যায়, তাহলে এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন: “তারা বেঁচে থাকলে কী করতো সে সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন।” [বুখারী: ১৩৮৫, মুসলিম: ২৬৫৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟»

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا»

৩৯. আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসা হবে যে, তাতে ৭০ হাজার লাগাম লাগানো থাকবে। প্রতিটি লাগামের সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা থাকবে, তারা তাকে টেনে নিয়ে যাবে।” [মুসলিম: ২৮৪২]

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

৪০. তাবে‘য়ী আবু সালামা ইবন আবদুর রহমান ইবন ‘আওফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহাকে জিজ্ঞেস করলাম:

আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান

عَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ»

৪১. ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন: “একমাত্র দু’জনকেই হিংসা (গিবত্বা)[৯] করা যায়। একজন হচ্ছে, যাকে আল্লাহ্ কুরআন দান করেছেন, আর সে তা রাত-দিন তিলাওয়াত করে। আরেকজন হলো, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন আর সে রাত-দিন তা থেকে ব্যয় করে।”
[বুখারী: ৭৫২৯, মুসলিম: ৮১৫]

রাসূলগণের প্রতি ঈমান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

৪২. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা

৯. গিবত্বা হলো: অন্যের কিছু দেখে নিজের তা হওয়ার আশা করা। এটা জায়েয। হিংসা হলো: অন্যের উন্নতি সহ্য না করা, অপছন্দ করা ও ধ্বংস কামনা করা। হিংসা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ। (শাইখ ইবন উসাইমীন)

أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي»

৬৫. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন বলবেন, যারা আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে একে অপরকে ভালোবেসে ছিল, তারা আজ কোথায়? আজ (হাশরের) দিন আমি তাদেরকে আমার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া নেই।” [মুসলিম: ২৫৬৬]

৬. হিশাব নিকাশ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ»

৬৬. ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের কেউ মানুষের কাছে ভিক্ষা চাইতে চাইতে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো মাংসও অবশিষ্ট থাকবে না।” [বুখারী: ১৪৭৪, মুসলিম: ১০৪০]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

৬৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু

ফাটিয়ে ফেলল। তখন তা থেকে যে রক্তক্ষরণ শুরু হলো তা আর বন্ধ হলো না, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের রব (আল্লাহ) বলেন, 'আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি'।" [মুসলিম: ১১৩]

তাকদীরের ওপর ঈমান

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ، قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»

৭৯. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বাতাস প্রবল আকার ধারণ করত, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দো'আ করতেন: "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে মেঘের কল্যাণ কামনা করছি ও এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত আছে এবং যে কল্যাণের সাথে প্রেরিত হয়েছে তাও। আমি আপনার কাছে এর অকল্যাণ ও এর মধ্যে যে অকল্যাণ নিহিত আছে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে এসেছে তা থেকে আশ্রয় চাই।" [মুসলিম: ৮৯৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»

৯০. জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “মানুষ এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো: সালাত পরিত্যাগ করা।” [মুসলিম: ৮২]

নিফাক

عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبُّ الْأَنْصَارِ»

৯১. আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “ঈমানের আলামত বা চিহ্ন হলো আনসারদেরকে ভালোবাসা এবং মুনাফিকের আলামত হলো আনসারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।” [মুসলিম: ৭৪]

ঈমানে ত্রুটিকারী বিষয়সমূহ

শির্ক আসগার

عَنْ عَبْدِ اللهِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ»

দ্বিতীয় পর্ব

মানহাজ

সাহাবায়ে কিরাম

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ»

৯৬. আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিও না (দোষারোপ করো না)। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর, তবে তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ-এর সমপরিমাণ সাওয়াব হবে না।” [বুখারী: ৩৬৭৩]

ফির্কাবন্দী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ»

৯৭. আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মতো অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের ওপর টিকে থাকবে তাদের জন্য মুবারাকবাদ।” [মুসলিম: ১৪৫]